গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

এবং

সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা
০১	প্রস্তাবনা/উপক্রমনিকা.....	৩
০২	অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৪
০৩	সেকশন ১ : অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি...	৫
০৪	সেকশন ২ : অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যকমের চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact).....	৬
০৫	সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ.....	৭-৯
০৬	অঙ্গীকার নামা	১০
০৭	সংযোজনী ১ : শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms).....	১১
০৮	সংযোজনী ২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর এবং পরিমাপ পদ্ধতি.....	১২-১৩
০৯	সংযোজনী ৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয় বিভাগ/দপ্তরের উপর নির্ভরশীলতা...	১৪

উপক্রমণিকা (Preamble)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মধ্যে ২০১৮-২০১৯ সালের এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ বর্ণিত বিষয়সমূহে সম্মত হ'ল।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্ম সম্পাদনের সার্বিকচিত্র ঃ
(Overview of the performance of the Department of Narcotics Control)

গত ০৩(তিন) বছরের প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের অপব্যবহার ও পাচার রোধকল্পে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে। মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের ফলে দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়। মাদক দেশের যুব সমাজের প্রতিভা বিকাশে প্রধান অন্তরায়। মাদক নির্মূলের সাথে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি যোগসূত্র রয়েছে। মাদক সমস্যার বহুমূখীতা ও বহুমাত্রিকতার কারণে মাদক বিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল সরকারি সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। মাদক বিরোধী আন্দোলনকে পরিবার ও ব্যক্তি পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে পারলে এক্ষেত্রে আশানুরূপ সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মোট জনবল ১৭০৬। দেশের প্রতিটি জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যালয়/অফিস রয়েছে। এছাড়া ০৮(আট)টি বিভাগের প্রতিটিতে বিভাগীয় কার্যালয়, ০৬(ছয়)টি বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় এবং ০৪(চার)টি বিভাগীয় শহরে সরকারি নিরাময় কেন্দ রয়েছে। ০১(এক)টি স্থলবন্দর, ০২(দুই)টি সমুদ্র বন্দর এবং ০১(এক)টি বিমানবন্দরে সার্কেল অফিস রয়েছে। ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য বেড সংখ্যা ৫০(পঞ্চাশ) থেকে ১০০(একশ) শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশালে ০৩(তিন) টি বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৩.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪তলা বিশিষ্ট বহুতল ভবন নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। অধিদপ্তরের ১৫৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৮৬ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের ওয়াকিটকি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য ঢাকায় ০১(এক)টি টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। ৩৮৮টি ওয়াকিটকি ক্রয় করা হয়েছে। কক্সবাজারে টেকনাফেও ০১(এক)টি টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইউনিফর্ম প্রদান করা হয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরদার করণের লক্ষ্যে ১২(বার)টি ডাবল কেবিন পিক-আপ, ০৩(তিন)টি কার এবং ০১(এক)টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগসহ প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশে মাদকের বিস্তার রোধ ও নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে বিগত ০৩(তিন) বছরে মাদক বিরোধী ১,০৬,৬৮২টি অভিযান পরিচালনা করে ৩১,৯৩৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৩৪,৪১৬ জন মাদক অপরাধীকে গ্রেফতারসহ মোট ১,৪৪,৫৬,৫২০/- টাকা জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়েছে। একইসাথে ৫৮,৫৩,৪০৯ পিস ইয়াবা, ২১,৫৭,৫৭৮ বোতল ফেন্সিডিল, ৩৯.১৭১ কেজি হেরোইন এবং ১২,০৪০ কেজি গাঁজাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য বিপুল পরিমাণে জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৪০,৬৯০টি অভিযান পরিচালনা করে ১৯,৯০৮টি মামলায় মোট ২০,৪৫৯ জন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদে তাৎক্ষনিকভাবে সাজা প্রদান করা হয়েছে। মাদক বিরোধী প্রচারণামূলক কাজ সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রচারণার অংশ হিসেবে ১৯,২২,১১৯ টি লিফলেট, ৩,৫৬,৫২১ টি পোষ্টার, ৩৩৮২ টি শর্টফিল্ম এবং ১৯,৮৮০ টি সভা-সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। মাদকাসক্তদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি পর্যায়ে ৩৭,০০৭ জন এবং বেসরকারি পর্যায়ে ২৬,৯৭৬ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিজিবি, পুলিশ, র‍্যাব, কাস্টমস্ ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলায় ১,৬১,৭৩৩টি নমুনা অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষাপূর্বক রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।

SDG (Sustainable Development Goal)

জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' চূড়ান্ত করা হয়েছে যার মধ্যে একটি দেশের দারিদ্র নিরসনসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে SDG লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে মাদক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা অতীব জরুরী।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

মাদক অপরাধ দমনে পেশাগত এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে মাদকের চাহিদা, সরবরাহ ও ক্ষতি হ্রাসের বিকল্প নেই। পাশাপাশি মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্টে নিয়োজিতদের নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রণোদনা নিশ্চিত করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের সকল মানুষের কাছে মাদকের কুফল জানানোর মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। মাদকাসক্তদের কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে যেকোন ভাবে মাদকের অবৈধ অনুপ্রবেশ ও অপব্যবহার বন্ধ করা। মাদক অপরাধ দমনে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদারের মাধ্যমে মাদক বিরোধী অভিযান সফল ও জোড়দার করা।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

- মাদক অপরাধ রোধকল্পে ৩৩০০০টি অভিযান পরিচালনা করা হবে এবং সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদান নিশ্চিত করা হবে।
- প্রতি মাসে মাসিক বুলেটিন ও প্রতি বছরে বার্ষিক প্রতিবেদন(Annual Report) প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে।
- গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকের ৩০০টি স্পট চিহ্নিত করা হবে।
- এনফোর্সমেন্টে নিয়োজিতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারাগার ও অন্যান্য স্থানে মোট ৬৮৪০টি মাদক বিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ২৩৫০০ মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদান করা হবে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন সরকারি, নিবন্ধিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারীদের এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারসহ মোট ৪০০ জনকে ইকো ট্রেনিং প্রদান করা হবে।